১১-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ৩০-০৪-৮৩ মধুবন

পরম পূজ্য হওয়ার আধার

তোমরা সবাই মেলা উদযাপন করতে মহান তীর্থ, মধুবনে চতুর্দিক থেকে এসে পৌঁছেছ । এই মহান তীর্থের স্মৃতিচিহ্নরূপে রূপে এখনও অন্য তীর্থস্থান গুলোতে মেলা হয় । এখনো তোমরা দেখতে বা শুনতে পারো এই সময়ের সব শ্রেষ্ঠ কর্মের স্মরণিক কোনো চরিত্রে অর্থাৎ দৈবী কার্যকলাপে এবং গীতের মধ্যে । তোমরা শ্রেষ্ঠ চৈতন্য আত্মারা নিজের চিত্র এবং চরিত্র দেখছও, শুনছও । এমন সময়ে তোমাদের বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ কি সঙ্কল্প আছে ? বুঝতে পারছো তো যে সেই চরিত্র তোমাদেরই ছিলো, এখন সেই তোমরাই হচ্ছ এবং কল্প কল্প তোমরাই আবার একবার হবে ! এই 'আবার একবার' -এর নলেজ বা স্মৃতি কোনো আত্মা, মহান আত্মা, ধর্মাত্মা এবং ধর্ম পিতারও নেই । কিন্তু তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মাদের স্মৃতি বা নলেজ এত স্পষ্ট যে, পাঁচ হাজার বছরের সবকিছু যেন কালকের ব্যাপার ! তোমরাই সেই, যারা কাল ছিলে, আজ আছ এবং আবার কাল হবে । সুতরাং, আজ আর কাল (গতকাল এবং আগামীকাল) এই দুই শব্দে পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস মিশে আছে । এত সহজ আর স্পষ্টভাবে তোমরা এটা অনুভব করো ? তোমরা কি মনে করো অন্য কেউ হবে, নাকি তোমরাই ছিলে আর এখন তোমরাই আছ ? জড় চিত্রে নিজের চৈতন্য শ্রেষ্ঠ জীবনের সাক্ষাৎকার হয়, অথবা মনে হয় ছবি সবই মহারথীদের নাকি সেগুলো সব তোমাদের ? ভারতে তেত্রিশ কোটি দেবতাদের তারা নমস্কার জানায়, অর্থাৎ যদি তারা তাঁদের সবার পূজা না করে, তারা অন্ততঃ তোমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যারা সেই দেবতা বংশের, তাদের বংশেরও বংশের মহিমা করে । সুতরাং ভাবো যারা পূর্বজ হবে তাদের নাম কতো শ্রেষ্ঠ হবে এবং পূর্বজদের পূজনও কত শ্রেষ্ঠ হবে ! গায়ন ন'লাখের, তার আগে ১৬ হাজারের গায়ন আছে এবং তাদের আগে ১০৮ এর গায়ন, আরও আগে আটের । তাদেরও আগে যুগল দানার । নম্বরের ভিত্তিতে, তাই না ! গায়ন তো সবারই, কারণ সবাই তোমরা ভাগ্যবিধাতা বাবার বাচ্চা হয়েছ, এই ভাগ্যের কারণে তোমাদের মহিমা ও পূজন দুইই হয় । যতই হোক, পূজন হয় দুই ধরণের । এক তো হয় ভালোবেসে যথার্থ বিধিতে আর এক হয় কেবলমাত্র নিয়ম রক্ষার্থে । দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ তো আছে, তাই না ! সুতরাং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, কোন্ ধরনের পূজার পূজ্যস্বরূপ আত্মা তুমি ! তোমাদের আগেই বলা হয়েছিলো, কোনো কোনো ভক্ত ভয় থেকে পূজা করে, যেন দেবতা রুষ্ট না হয় । আর কোনো কোনো ভক্ত লোক দেখানো পূজা করে । কেউ কেউ মনে করে ভক্তির নিয়ম এবং কর্তব্য তাদের পালন করতে হবে । সেখানে মনের ইচ্ছা হোক বা না হোক কিন্তু পালন করতে হবে । তারা মনে করে এটা তাদের একান্ত করণীয় । তা সে কোনো না কোনো ভাবে চার ধরনের ভক্ত হয় । এখানেও, যারা দেব আত্মা হয়, নিজেদের ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলে, তারাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয় । নাম্বার ওয়ান পূজ্য আত্মারা প্রতিনিয়ত সহজভাবে যথার্থ বিধিতে স্নেহ, স্মরণ এবং সেবার সাথে যোগী আত্মা হয়ে সকল দিব্যগুণ ধারণ করে চলে। তারা যথার্থ বিধি প্রয়োগ করে চারটি সাবজেক্টেই সিদ্ধি লাভ করেছে । দ্বিতীয় নম্বর পূজ্য আত্মারা বিধিপূর্বক করে না ঠিকই, কিন্তু নিয়ম মনে করে সব কিছু করে । তারা চারটি সাবজেক্ট পুরোপুরি অনুসরণ করে, কিন্তু সফলতার প্রাপ্তিস্বরূপ হয়ে বিধিপূর্বক করে না । কিন্তু তারা বুঝতে পারে নিয়ম অনুসারে তাদের চলতে হবে, করতে হবে, এই লক্ষ্য নিয়ে যত নিয়ম তারা অনুসরণ করে সেই অনুযায়ী প্রাপ্তি অনুভব ক'রে তারা এগিয়ে চলে । হৃদয়ের স্নেহ সবকিছু স্বাভাবিক এবং সহজ বানায় আর নিয়মানুসারীদের কখনো সহজ কখনো মুশকিল মনে হয় । তাদের কখনো মেহনত করতে

হয় আবার কখনো সেই ভালোবাসার অনুভবও করে । নাম্বার ওয়ান আত্মারা লাভলীন থাকে এবং দ্বিতীয় নাম্বার আত্মারা শুধু ভালোবাসায় থাকে । তৃতীয় নাম্বার আত্মারা মেজরিটি সময় চারটে সাবজেক্টই হৃদয় দিয়ে করে না, শুধু দেখানো মাত্র করে । স্মরণেও বসবে নামীগ্রামী হওয়ার মনোভাব নিয়ে । তারা খুব লোক দেখানো সেবাও করে । সময় অনুসারে তারা সাময়িক রূপও ধারণ করে নেবে, কিন্তু তাদের মগজ তীক্ষ্ণ হলেও হৃদয় শূন্য । চতুর্থ নাম্বার আত্মারা ভয় থেকে সবকিছু করে - কেউ কিছু তাদের যেন বলতে না পারে - "এ তো এইরকমই লাস্ট নম্বর আত্মা" অথবা "এ তো এমন আত্মা বেশি দূর এগোতে পারবে না ।" এইভাবে কেউ তাদের এই নজরে কিন্তু দেখেনা । তারা ব্রাহ্মণ হয়েছে এবং শূদ্র জীবনও ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু তারা দু'টোর একটা থেকেও বেরোতে চায়না । শূদ্র জীবন পছন্দ নয়, আর ব্রাহ্মণ জীবনে বিধিপূর্বক চলার সাহস নেই, সেইজন্য বাধ্যবাধকতায় তারা সমুদ্র-মাঝে এসে গেছে । তারা এভাবেই বাধ্য হয়ে ভয়ের সাথে চলতে থাকে আর এভাবেই কখনো কখনো তারা তাদের শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভবও করে । এইজন্য এই জীবন ছেড়ে চলে যেতে পারেনা । এমন আত্মাদের বলা হবে চতুর্থ নম্বর পূজ্য আত্মা । শুধু কোনো কোনো সময় তাদের আরাধনা হয়, বিপদের সম্ভাবনায় ভীত ভক্ত বাধ্য হয়ে দায়িত্ব পূরণের জন্য তাদের পূজা করে । যারা লোক-দেখানো পূজা করে তারা অন্তর থেকে নয়, তাদের পূজা শুধুমাত্র দেখানো । এভাবেই তারা চালিয়ে যেতে থাকে । তাহলে চার প্রকার পূজ্যই দেখেছ, তাই না ! এখন তোমরা যেমন হবে, সেইরকমই সত্যযুগ ত্রেতার রয়্যাল ফ্যামিলি বা প্রজা, নম্বর অনুযায়ী হবে এবং দ্বাপর কলিযুগের ভক্তদের মালাও সেইরকমই হবে । এখন নিজেদের জিজ্ঞাসা করো যে তুমি কে ! অথবা, তুমি কি এই চার প্রকারের মধ্যে পালা - অনুসারী আত্মা, কখনো কোথাও তো কখনো আর কোথাও চক্র লাগাও ? নয়তো, ভাগ্যবিধাতা বাবার বাচ্চা হয়েছ, পূজ্য তো অবশ্যই হবে । তোমরা নামীগ্রামী (প্রসিদ্ধ) হবে অর্থাৎ যারা শ্রেষ্ঠ পূজ্য, ১৬ হাজার পর্যন্ত তো নম্বরক্রম অনুসারেই হয়ে যায় । বাকি ন'লাখ লাস্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কলিযুগের শেষ সময় পর্যন্ত কমবেশী পূজ্য হয়ে যায় । তাহলে বুঝেছ তোমরা সবাই গায়নের উপযুক্ত । গায়নের আধার হলো ভাগ্যবিধাতা বাবার হওয়া এবং পূজনের আধার হলো চার সাবজেক্টে পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, সততা এবং ন্যায় পরায়ণতা । বাপদাদা এমন আত্মাদের স্নেহের সুমনে (ফুলে) পূজন অর্থাৎ, এমন আত্মাদের তিনি শ্রেষ্ঠ মানেন । পরিবারও শ্রেষ্ঠ মানে, পরে বিশ্বও বাহ্ বাহ্'র কাড়া-নাগাড়া বাজিয়ে মন থেকে তাদের পূজা করবে । আর ভক্ত তো এমন আত্মাদের তাদের ইষ্ট উপলব্ধি করে হৃদয়ে অন্তর্লীন করে নেবে । তবে এইরকম পূজ্য হয়েছ ? অদ্যাবধি তিনি পরমপিতা, শুধু বাবা নন, তিনি পরম যখন তোমাদেরও পরম বানাবেন, তাই না ! পূজ্য হওয়া কোনো বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু পরম পূজ্য হওয়া তো আর কিছুই !

বাপদাদাও বাচ্চাদের দেখে পুলকিত হন । ভালোবাসার টানে, কঠিন মেহনতও কিছুমাত্র উপলব্ধি না করে তোমরা এখানে পৌঁছে গেছ । এখন তোমরা রেস্ট হাউসে, তাই না ! তন, মন উভয়ত রেস্টে, তাই তো ? রেস্ট মানে "সোনা নহি" অর্থাৎ ঘুমানোর জন্য নয়, তোমরা রেস্টে এসেছ সোনা হতে । পরশপুরীতে এসেছ, যেখানে পরশ আত্মাদের সঙ্গ আছে আর বায়ুমণ্ডলও তোমাদের সোনা বানায় । এখানে দিনরাত সোনা হওয়ার আলাপচারিতা হচ্ছে । আচ্ছা -

এইরকম সদা পরম পূজ্য আত্মাদের, সদা বিধি দ্বারা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করে, সদা মহান হয়ে মহান আত্মা বানিয়ে, নিজেকে সহজ এবং স্বতঃ যোগী, নিরন্তর যোগী, স্নেহসম্পন্ন যোগী অনুভবকারী এমন

শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, চতুর্দিকের আকাররূপধারী কাছের সব বাচ্চাদের, যারা আকার এবং সাকারে সকলের সামনে উপস্থিত হয়েছে, এমন বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

দিদি -দাদীজীর সাথে বাপদাদার কথোপকথনঃ-

সবাই তোমরা পরম পূজ্য, তাই না ! পূজা খুব ভালোই হচ্ছে, তাই না ? অনন্য বাচ্চাদের জন্য বাপদাদা গর্বিত । বাপদাদা গরবী(গর্বিত) এবং বাচ্চারা মরমী বা রাজযুক্ত (সকল গূঢ় রহস্য উপলব্ধিকারী) । মরমিয়া বা রাজযুক্ত বাচ্চাদের জন্য বাপদাদা সদা গৌরবান্বিত । যারা মর্মযুক্ত (রাজযুক্ত), যোগযুক্ত, গুণযুক্ত... হওয়ার ব্যালেন্স রাখে, তারা সদা বাবার ব্লেসিংস-এর ছায়ায় থাকে । ব্লেসিং এর বর্ষা সদাই হতে থাকে । তোমরা জন্মানোর সাথে সাথে ব্লেসিংসের বর্ষা শুরু হয়েছিলো এবং অন্ত পর্যন্ত এই সুরক্ষার ছত্রছায়ায় গোল্ডেন ফুলের বর্ষা হতে থাকবে । তোমরা এই ছায়ায় চলেছ, প্রতিপালিত হচ্ছ এবং শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে, সদা গোল্ডেন ফুলের ব্লেসিংসের বর্ষা । প্রতি পদে বাবা তোমাদের সাথে আছেন অর্থাৎ ব্লেসিং সাথে আছে । তুমি সদা এই ছায়ায় থেকেছ। (দাদীজীকে) শুরু থেকে তুমি অক্লান্ত এবং "অক্লান্ত ভব"র ব্লেসিং লাভ করেছ, এই কারণে সবকিছু করেও মনে হয় যেন কিছুই করনি, এটা খুব ভালো । বাবা যখন অব্যক্ত হয়েছিলেন দায়িত্বের মুকুট তো তোমাকেই দেওয়া হয়েছিলো, তাই না ! বাবা এনাকে (দিদিজী) সাকার বাবার সাথে (ব্রহ্মাবাবার সাথে সাথে) শিখিয়েছিলেন আর তোমাকে (দাদীজীকে) শিখিয়েছেন সেকেন্ডে, (ব্রহ্মাবাবা) অব্যক্ত হওয়ার সময় । বাবা তোমাদের উভয়কে নিজ নিজ পদ্ধতিতে শিখিয়েছেন । এটাও ড্রামার পার্ট । আচ্ছা !

সকাল ৬:৩০ মিনিটে বিদায়ের সময়ঃ-

সঙ্গমযুগের প্রতি মুহূর্ত গুড মর্নিং, কারন সমগ্র সঙ্গমযুগই অমৃতবেলা । চক্রের হিসেবে সঙ্গমযুগ হলো অমৃতবেলা । সুতরাং সঙ্গমযুগের সব মুহূর্তই গুড মর্নিংই হয় । বাপদাদা আসেনও গুড মর্নিংয়ে, যানও গুড মর্নিংয়ে, কারন বাবা যখন আসেন রাত গুড মর্নিংয়ে রূপান্তরিত হয়ে যায় । সুতরাং তিনি আসেনই অমৃতবেলায় এবং যখন চলে যান, রাত দিনে পরিণত হয় । কিন্তু এখানে থাকেন অমৃতবেলাতেই, দিন হলেই তিনি চলে যান । দিন হওয়ার সাথে সাথেই অর্থাৎ যখন সত্যযুগের দিন ব্রহ্মার দিন, তখন তোমরা সেখানে রাজ্য শাসন করো । বাবা নির্লিপ্ত হয়ে যাবেন, তাই না ! পুরানো দুনিয়ার হিসেবে সদাই গুড মর্নিং । সদাই শুভ এবং সদা শুভ থাকবে । এইজন্য তোমরা শুভ প্রভাত, শুভ দিন, শুভ রাত্রি বলতে পারো, সবকিছু শুভই শুভ ।
সুতরাং, কলিযুগের হিসেবে সবাইকে গুড মর্নিং আর সঙ্গমযুগের হিসেবে গুড মর্নিং, সুতরাং ডবল গুড মর্নিং । আচ্ছা -

অব্যক্ত মহাবাক্য - স্মরনকে জ্বালাস্বরূপ বানাও
বাবা সমান পাপ-মুক্তেশ্বর বা পাপ হরণী তখনই হতে পারবে, যখন তোমাদের স্মরণ জ্বালা স্বরূপ হবে । এইরকম স্মরণই তোমার দর্শনযোগ্য, দিব্যমূর্তি প্রত্যক্ষ হবে । এইজন্য কোনো সময় স্মরণ যেন সাধারণ না হয় । সদা জ্বালাস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ স্মরণে থাকো । স্নেহের সাথে শক্তিরূপ কম্বাইন্ড হতে হবে । বর্তমান সময় সংগঠিত রূপে জ্বালা স্বরূপ হওয়া আবশ্যক । জ্বালাস্বরূপের স্মরণই শক্তিশালী বায়ুমণ্ডল বানাবে এবং নির্বল আত্মারা শক্তিসম্পন্ন হবে । সবরকম বিঘ্ন সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং পুরানো

দুনিয়ার বিনাশ-অগ্নি জ্বলে উঠবে । যেমন সূর্য বিশ্বকে আলো এবং অনেক বিনাশী প্রাপ্তির অনুভূতি করায়, একইভাবে তোমরা বাচ্চারা নিজেদের মহান তপস্বী রূপ দ্বারা প্রাপ্তির কিরণের অনুভূতি করাও । এইজন্য সর্বাগ্রে জমারাশি অর্থাৎ জমার খাতা বাড়াও । যেমন সূর্যের কিরণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে সেইরকম তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজে থাকো, তবে শক্তি এবং বিশেষত্বরুপী কিরণ যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তা' অনুভব করবে ।

জ্বালারূপ হওয়ার মুখ্য এবং সহজ পুরুষার্থ - সদা যেন এই গভীর ব্যাকুলতা থাকে, আমাকে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে এবং সবাইকে আমার সাথে নিয়ে যেতে হবে । এই স্মৃতি দ্বারা স্বতঃই সর্ব সম্বন্ধ, সর্ব প্রকৃতির আকর্ষণ থেকে উপরম অর্থাৎ সাক্ষী হয়ে যাবে । সাক্ষীদ্রষ্টা হওয়ার দ্বারা তোমরা সহজেই বাবার সাথী বা বাবা সমান হয়ে যাবে । জ্বালাস্বরূপ স্মরণ অর্থাৎ লাইট হাউজ এবং মাস্টার হাউজ স্থিতিকে বুঝে নিয়ে এই পুরুষার্থে স্থিত থাকো । বিশেষ জ্ঞানস্বরূপের অনুভাবী হয়ে শক্তিশালী হও, যা থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মাদের শুভ বৃত্তি ও কল্যাণের বৃত্তি এবং শক্তিশালী বাতাবরণ দ্বারা বেপরোয়া, পথভ্রষ্ট, আর্তনাদ করছে এমন অনেক আত্মাদের আনন্দ, শান্তি এবং শক্তির অনুভূতি হোক । যেমন, আগুনে কোনো জিনিস দিলে সেটার নাম, রূপ, গুণ সব বদল হয়ে যায়, ঠিক তেমনই বাবার স্মরণের মগ্নতার অগ্নিতে পড়লে, তোমাদের রূপান্তর হয় । মানুষ থেকে ব্রাহ্মণে, ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তায় এবং তারপর দেবতায় পরিবর্তিত হও । যেমন কাঁচা মাটি ছাঁচে ঢেলে আগুন দিলে ইঁট হয়ে যায়, সেইরকম তোমরাও পরিবর্তিত হয়ে যাও । এইজন্য এই স্মরণকেই জ্বালারূপ বলা হয় । তোমরা স্নেহশীল সেবাধারী, এক বল এক ভরসায় আস্থাশীল, এগুলো তো সব ঠিক আছে, কিন্তু মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজ অর্থাৎ স্টেজে থাকাকালীন লাইট হাউজ মাইট হাউজ স্টেজে থাকা । যদি তোমাদের স্মরণ জ্বালারূপ হয়ে যায়, সবাই পতঙ্গের মতো তোমাদের চারপাশে ঘুরবে । জ্বালারূপ স্মরণের জন্য মন আর বুদ্ধি উভয়েরই এক তো পাওয়ারফুল ব্রেক প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ হাল ধরার শক্তিও প্রয়োজন । এর ফলে বুদ্ধির শক্তি বা কোনও এনার্জি ওয়েস্ট অর্থাৎ বিফল না হয়ে জমা হতে থাকবে । যত জমা হবে ততই পরখ করার, নির্ণয় করার শক্তি বাড়বে । এইজন্য এখন থেকে সঙ্কল্পের বিস্তার বন্ধ করে গুটিয়ে নেওয়ার শক্তি ধারণ করো । যেকোনো কাজ করাকালীন বা কারও সাথে কথা বলার মাঝে মাঝে সঙ্কল্পের ট্রাফিক স্টপ করো । মনের সঙ্কল্পকে, এমনকি শরীর দ্বারা কোনো কর্ম করতে করতেও কর্মকে এক মিনিটের জন্য হলেও বন্ধ করো । একমাত্র এই অভ্যাসের দ্বারা বিন্দুরূপের পাওয়ারফুল স্টেজে নিজেকে স্থিত করতে সমর্থ হবে । যেমন অব্যক্ত স্থিতিতে থেকে কার্য করা সহজ হয়ে যাচ্ছে তেমনই এই বিন্দুরূপ স্থিতিও সহজ হয়ে যাবে । যেমন চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো কীটাণু মারার জন্য ডক্টর লেজার রে' দেন । একইভাবে, স্মরণের শক্তিশালী কিরণ এক সেকেন্ডে সব বিকারের কিটানু ভস্ম করে দেয় । বিকর্ম ভস্ম হয়ে গেলে নিজেকে হালকা এবং শক্তিশালী অনুভব করবে । তোমরা তো সহজযোগী বটেই, কিন্তু এখন শুধু এই স্মরণের স্টেজকে মাঝে মাঝেই পাওয়ারফুল বানানোর জন্য তোমাদের অ্যাটেনশনে ফোর্স ভরে দিতে হবে । যখন তোমাদের পবিত্রতার ধারণা সম্পূর্ণরূপে হবে, তখন তোমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের শক্তি মগ্নতার অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করবে অর্থাৎ তীব্র করে তুলবে, সেই অগ্নিতে সব আবর্জনা ভস্ম হয়ে যাবে । তখন তুমি যা ভাববে সেটাই হবে এবং বিহঙ্গ মার্গের সেবা অর্থাৎ দ্রুত সেবা নিজে থেকেই হয়ে যাবে । যেমন দেবীদের স্মৃতিচিহ্নে দেখানো হয়, তাঁরা জ্বালা থেকে অসুরকে ভস্ম করে দিয়েছেন । অসুর নয় আসুরিক শক্তিকে ভস্ম করে দিয়েছেন । এটা এখনকারই স্মৃতিচিহ্ন । এখন জ্বালামুখী হয়ে আসুরিক সংস্কার, আসুরিক স্বভাব সবকিছু ভস্ম করো । প্রকৃতি এবং আত্মাদের মধ্যে যে তমোগুণ আছে সেইসব ভস্ম করার কারিগর হও । এটা

অনেক বড় কাজ, স্পীডে করলে তবেই সম্পন্ন হবে । কোনরকম কর্মবন্ধন, তা' এই জন্মের হোক, বা পরের জন্মের, ভালোবাসায় মগ্নতার অগ্নি-স্বরূপ স্থিতি ছাড়া ভস্ম হয়না । সদা অগ্নিস্বরূপ স্থিতি অর্থাৎ জ্বালারূপের শক্তিশালী স্মরণ, বীজরূপ, লাইটহাউজ, মাইটহাউজ স্থিতিতে পুরানো হিসাবকিতাব ভস্ম হয়ে যাবে এবং নিজেকে ডবল লাইট অনুভব করবে । শক্তিশালী জ্বালা স্বরূপের স্মরণ একমাত্র তখনই থাকবে যখন স্মরণের লিঙ্ক সদা জুড়ে থাকবে । যদি লিঙ্ক বারবার কেটে যায়, তবে সেটা জুড়তে সময় লাগে, মেহনতও লাগে এবং শক্তিশালী হওয়ার বদলে দুর্বল হয়ে যায় । বিস্তারে থাকাকালীন স্মরণকে শক্তিশালী বানানোর জন্য সারে স্থিত হওয়ার অভ্যাস যেন কম না হয়, বিস্তারে সার অংশকে ভুলে যেওনা । আহার-বিহার করো, সেবা করো, কিন্তু পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়া ভুলও না । সাধনা অর্থাৎ শক্তিশালী স্মরণ এবং বাবার সাথে নিরন্তর হৃদয়ের সম্বন্ধ । সাধনা শুধু যোগে বসে থাকা নয়, কিন্তু যেমন তোমরা শারীরিকভাবে বসো, সেইভাবে তোমাদের হৃদয়, মন, বুদ্ধি এক বাবার দিকে বাবার সাথে যেন বসে যায় । একমাত্র এইরকম একাগ্রতাই জ্বালা প্রজ্জ্বলিত করবে । স্মরণের যাত্রা যেন সহজ এবং শক্তিশালী হয় । পাওয়ারফুল স্মরণ একই সময়ে তোমাদের ডবল অনুভব করায় । একদিকে স্মরণ অগ্নি হয়ে ভস্ম করার, পরিবর্তন করার কাজ করে এবং অন্যদিকে খুশি আর হালকাভাবের অনুভব করায় । এইরকম বিধিপূর্বক স্মরণকেই তখন যথার্থ এবং শক্তিশালী স্মরণ বলা যাবে ।

বরদান:- স্নেহের লিফ্ট দ্বারা উড়তি কলার অনুভব করে অবিনাশী ভব

মেহনত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাবার স্নেহী হও । এই অবিনাশী স্নেহই অবিনাশী লিফ্ট হয়ে উড়তি কলার অনুভব করায় । কিন্তু যদি তোমার স্নেহে অমনোযোগী হও তো বাবার থেকে কোনো কারেন্ট তুমি লাভ করতে পারো না এবং লিফ্ট কাজ করেনা । যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি বা কানেকশন না থাকলে লিফ্টের সুবিধা তুমি লাভ করতে পারো না, একইভাবে স্নেহ কম হলে মেহনতের অনুভব হয় । অতএব, অবিনাশী স্নেহী ভব ।

স্লোগানঃ- শুভ সঙ্কল্প এবং দিব্য বুদ্ধির যন্ত্র দ্বারা তীব্রগতিতে ক্রমাগত উড়তে থাকো ।